দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV 1 9 1999

তারিখ

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

নেপথ্য কাহিনী

মতিহারের সবুজ চত্বরে শিবির ফের মাথাচাড়া দিল যে কারণে

সমুদ্র হক

ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে সবুজ ছায়াঢাকা মতিহার চত্বর। ঝরেছে রক্ত। সবুজ এই চত্বরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। '৭০ দশকের শেষ ভাগে ইসলামী ছাত্র শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ নেয়। সে সময় প্রগতিশীল

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

মতিহারের সবুজ চত্বরে

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্র সংগঠনগুলোর বিস্তর প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে পরিবর্তন করে কৌশল। পরিবর্তিত বহুমুখী কৌশলে ছাত্র শিবির এক পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এরপর '৮২ থেকে '৯৪ একের পর এক সবুজ মতিহার চত্বরে ঘটতে থাকে সংঘর্ষ। শিবিরের এই উত্থানও এক পর্যায়ে স্তিমিত করে দেয় প্রগতিশীল ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলো। বেশ কিছুদিন শিবির মুখ লুকিয়ে থাকার পর ফের মুখোশ উন্মোচন করে সবুজ চত্বরে রক্ত ঝরাতে শুরু করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর প্রায় আড়াই বছর শান্ত থাকবার পর ফের অশান্ত হতে শুরু করে '৯৭-এর প্রথম ভাগে। ফের পুরনো কৌশলের ওপর নতুন ছোপ এঁটে শিবির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে। এদের সর্বশেষ তাণ্ডব মঙ্গলবার ১৬ নবেম্বর রাতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে আবার আতঙ্ক শুরু হয়েছে। ওদিকে শিবিরও এখন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মরিয়া।

প্রায় আড়াই বছর কিছুটা ঝিমিয়ে থাকবার পর '৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। এ ঘটনায় পুলিশসহ আহত হয় অন্তত ৫০ জন। তৎকালীন উপাচার্য আব্দুল খালেকের বাসভবনও ভাংচুর হয়। তাণ্ডব শুরু হয় শিবিরের। এ বছর ১১ আগস্ট জোহা হল থেকে বের করে দেয়া হয় ছাত্রদল নেতা আতিককে। তাকে বেপরোয়াভাবে মারধর করা হয়। অন্যান্য হলেও ছাত্রলীগ, ছাত্রদলের নেতা কর্মীদের হুঁশিয়ার করে দেয় শিবির। ছকবাঁধা কৌশলে হাল্কা ও ছোট্ট মনস্তাত্ত্বিক এবং সূক্ষ্ম চাপ প্রয়োগ করে। এ বছর ১৯ আগস্ট আমির আলী হলে ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবির সংঘাতে লিপ্ত হয় একটি কক্ষের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। ২১ আগস্ট শহীদ হাবিবুর রহমান হলের একটি কক্ষের দখল নিয়ে শিবির কর্মীর হাতে গুরুতর জখম হয় ছাত্রলীগ নেতা আরিফ। এর পর ১৬ নবেম্বর রাতের তাণ্ডবে জখম হয় অন্তত ৫০ জন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের উত্থান কার্যক্রম শুরু হয় '৭৮ সালে। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ড. এমএম বারী। জানা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কিছুদিনের জন্য ড. এমএম বারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োজিত হন। '৭৭ সালের ৭ জুলাই ড. এমএম বারীকে পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করার পর থেকে ছাত্র শিবির অত্যন্ত কৌশলে তৎপরতা শুরু করে। '৭৮ সালের ৬ এপ্রিল শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিছিল করার প্রস্তুতি নিলে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৬০ জন ছাত্র ও বহিরাগত আহত হয়। অভিযোগ পাওয়া যায় এ সময় শিবির লাঠিসোটাসহ অনেক বহিরাগতকে নিয়ে সমবেত হয়েছিল। ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে সেদিন শিবিরের কর্মসূচী ব্যর্থ হয়। এর চার বছর পর '৮২ সালের ১১ মার্চ নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবির পুনরায় তাদের প্রকাশ্য তৎপরতা শুরুর চেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রেও তারা সমাবেশ ঘটিয়েছিল বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র বহিরাগতের। এবারও ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রবল প্রতিরোধের মুখে শিবিরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সবুজ চত্বরে এবার রক্ত ঝরে। সংঘর্ষে ৩ বহিরাগত ৪ ছাত্র প্রাণ হারায়। আহত হয় শতাধিক।

'৮২'র এই ঘটনার পর শিবির তাদের কৌশল পরিবর্তন করে ক্যাম্পাসের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে বৃদ্ধি করতে থাকে তৎপরতা। বিনোদপুর, বুধপাড়া, হরিয়ান ইউনিয়নের ডাশমারী, শ্যামপুকুর, কাটাখালি, কুখণ্ডি, দেওয়ানপাড়া, হরিয়ানা, কাপাসিয়াসহ বিভিন্ন গ্রামে বাড়তে থাকে তৎপরতা। জামায়াতের মূল শক্তির এলাকাগুলোতেও শিবির অবস্থান নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে শিবিরের কেউ মেস করে, কেউ লজিং থেকে ঘাঁটি পোক্ত করে তোলে। কেউ বা প্রভাবশালীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কও গড়ে তোলে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন অবস্থান করে তারা সাধারণের সহানুভূতিও পেতে থাকে।

এভাবে '৮২তে শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাঙিনায় তৎপরতা শুরু করলেও ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে কিছু করত না। ছয় বছর পর এরা সন্ত্রাস নিয়ে হাজির হয়। '৮৮ সালের ৩১ মে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে দিবালোকে ছাত্রশিক্ষকদের সামনে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র জামিল আক্তার পরাগকে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনার পরই শিবির কর্মীরা আক্রমণাত্মক অবস্থানে এসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ করে নেয়। ওই বছর ১৭ নবেম্বর শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সংঘর্ষে শক্তি প্রদর্শন করে। এই সংঘর্ষে শিবিরের দুই কর্মী আসলাম ও আসগর নিহত হয়। এ ঘটনার পর চরম অশান্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। একের পর এক ঘটতে থাকে সংঘর্ষ। '৮৯ সালের ১৮ এপ্রিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে শিবির কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষে নিহত হয় শফিকুর রহমান নামের এক শিবির কর্মী। এ সংঘর্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শতাধিক কর্মী গুরুতর জখম হয়। '৯০ সালের ২২ জুন অনুরূপ এক সংঘর্ষে নিহত হয় শিবির কর্মী খলিল। এ সংঘর্ষেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শতাধিক মারাত্মক জখম হয়।